Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

# যঈফ হাদীস কেনো বর্জনীয়?

মূল :

[যাদের গবেষণা অনূদিত ও সঙ্কলিত হলো]

১। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله

২। হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানি رحمه الله

৩। হাফেয ইবনে কাসির رحمه الله

৪। হাফেয নববী رحمه الله

৫। শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই رحمه الله

৬। শায়েখ ইরশাদল হক আসারি رحمه الله

৭। হাফেয মুহাম্মাদ সাহেব গোন্ধলভি رحمه الله

৮। হাফেয ইয়াহইয়া নুরপুরি حفظه الله

৯। হাফেয আব্দুল মান্নান নুরপুরি حفظه الله

১০। হাফেয সালাহুদ্দিন ইউসুফ حفظه الله

ও অন্যান্য আলেম-উলামা

অনুবাদ ও সঙ্কলন

কামাল আহমাদ

Contents



بسم الله الرحمن الرحيم

# যঈফ হাদীস কেনো বর্জনীয়?

মূল

[যাদের গ্রন্থ থেকে অনূদিত ও সঙ্কলিত]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله

হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানি رحمه الله

হাফেয ইবনে কাসির رحمه الله

হাফেয নববী رحمه الله

শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই رحمه الله

শায়েখ ইরশাদল হক আসারি رحمه الله

হাফেয মুহাম্মাদ সাহেব গোন্দলভি رحمه الله

হাফেয ইয়াহইয়া নুরপুরি حفظه الله

হাফেয আব্দুল মান্নান নুরপুরি حفظه الله

হাফেয সালাহুদ্দিন ইউসুফ

হাফেয গাযী উযায়র حفظه الله

ও অন্যান্য আলেম-উলামা

অনুবাদ ও সঙ্কলক

কামাল আহমাদ

# Contents



## সূচীপত্র

Contents

Contents

# Contents

# Contents

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

# ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের নিকট সন্দেহ ও সংশয়হীন দলিল–প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যেন আমরা দুনিয়াবী কল্যাণ ও আখিরাতের কামিয়াবি অর্জন করতে পারি। যেমন, আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন : ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ 'এই কিতাবে কোনো সংশয় নেই, মুত্তাক্বীদের জন্য পথ-প্রদর্শক।" (সূরা বাক্বারাহ : ২)

তেমনি কুরআন বক্রতামুক্ত। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন : قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ "আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা তাক্বওয়া সম্পন্ন হয়।" [সূরা যুমার : ২৮; غَيْرَ ذِي عِوَجٍ অর্থ– পরস্পর বিরোধী নয় (তাফসিরে মাযহারি)]

এ কারণেই কুরআনের দাবী, এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো পক্ষ থেকে নাযিল হতো, তবে এতে অনেক মতপার্থক্য থাকতো।[১] ফলে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত বান্দাগণ ছাড়া সবাই মতবিরোধে জড়িয়ে আছে ও থাকবে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"তোমার রব যদি চাইতেন, তবে সমস্ত মানুষকে উম্মাতে ওয়াহিদাহতে (একটি উম্মাতে) পরিণত করতেন। কিন্তু তারা ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করতেই থাকবে। তবে যার প্রতি তোমার রবের রহম আছে (সে ব্যতীত)। আর এজন্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তোমার আল্লাহর কথাই পূর্ণ হলো যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করবো।" [সূরা হুদ : ১১৮–১১৯]

উম্মাতের মধ্যে ইখতিলাফ বা মতবিরোধ প্রকারান্তরে আযাবের কারণ। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَأُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

---

[১] . আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

"তারা কি কুরআন কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না? এটা যদি গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও) পক্ষ থেকে আসতো, তবে এতে অনেক ইখতিলাফ থাকতো।" [সূরা নিসা : ৮১]

“তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের কাছে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আসার পরও ফিরক্বা (দল/উপদল) সৃষ্টি করেছে ও ইখতিলাফ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।” [সূরা আলে-ইমরান : ১০৫ আয়াত]

অতঃপর দরুদ ও সালাম মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি। যিনি তাঁর উম্মাতকে কিতাবের মধ্যকার ইখতিলাফ নিরসনের পদ্ধতি বলে গেছেন। ‘আমর ইবনে শু‘আয়িব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন :

سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا يَّتَدَارَؤُنَ فِي الْقُرْاٰنِ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَه‘ بِبَعْضٍ وَّ انَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُه‘ بَعْضًا فَلاَ تُكَذِّبُوْا بَعْضَه‘ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِّنْهُ فَقُوْلُوْا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ اِلي عَالِمِه

“নবী ﷺ একদল লোককে কুরআনের বিষয়ে বিতর্ক করতে শুনলেন। তখন তিনি ﷺ বললেন : তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এ কারণেই হালাক (ধ্বংস) হয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা বাতিল করার চেষ্টা করেছিল। অথচ কিতাবুল্লাহ নাযিল হয়েছে এর এক অংশ অপর অংশের সমর্থক হিসাবে। সুতরাং তোমরা এর এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে না। বরং যা তোমরা জান কেবল তা-ই বলবে। আর যা জান না তা যে জানে তার কাছে সপর্দ করবে।”[২]

আর এভাবেই নবী ﷺ থেকে প্রাপ্ত আদর্শ ও শিক্ষাদান পদ্ধতিকে মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

“যেভাবে আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন। আর তোমাদের শিক্ষা

---

[২]. **হাসান** ঃ আহমাদ, মিশকাত [ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী] ২য় খণ্ড হা/২২১। নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন – আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১/২৩৮ পৃ:। শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই رحمه الله আহমাদের বর্ণাটিকে যঈফ বলেছেন। কিন্তু ইবনে মাজাহতে বর্ণিত শব্দটিকে সহীহ বলেছেন। [আযওয়াউল মাসাবীহ ফি-তাহক্বীক্বে মিশকাতুল মাসাবীহ (পাকিস্তান : মাকতাবাহ ইসলামিয়াহ, ২০১০ ‘ঈসায়ী) ১/৩০০ পৃ: হা/২২৭]। হাদীসটি হল: بِهذا أمرتُم أو لِهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بِهذا **هلكت الأمم قبلكم** “তোমাদেরকে কি এই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কুরআনের এক অংশের দ্বারা অপর অংশের বিরোধিতা করবে। তোমাদের পূর্ববতীরা একারণেই ধ্বংস হয়েছে।” (তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/৮৫)

দেবেন কিতাব ও হিকমাত। আর শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা তোমরা জানতে না।"[সূরা বাক্বারাহ : ১৫১ আয়াত]

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

"তিনি নিরিক্ষরদের মধ্যে থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন আল্লাহর আয়াতসমূহ। আর তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত। ইতঃপূর্বে তারা ছিলো, ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" [সূরা জুমুআ : ২]

এটা খুবই স্পষ্ট যে, কিতাব তথা কুরআন এবং নবী ﷺ কর্তৃক কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষাদান পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ। তা ছাড়া সব নবীদের কাছেই মূল কিতাব ছাড়া স্বতন্ত্র হিকমাত সমৃদ্ধ ইলমও নাযিল হতো। যেমন – আল্লাহ তাআলা বলেন : وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ "(হে মারইয়াম!) আল্লাহ তাকে [‘ঈসা (আ)] শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজিল।" [সূরা আলে ইমরান : ৪৮ আয়াত]

এভাবে প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মাতকে নাযিলকৃত কিতাবের সাথে সাথে হিকমাতও শিক্ষা দিতেন। বুঝা যাচ্ছে, মূল কিতাব ছাড়া আরও ইলম নবীদেরকে শেখানো হয়েছে। যা মানুষের নিকট ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া হতো। যেমন – অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন : وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ "আপনার প্রতি এই যিকির (কুরআন) নাযিল করেছি, যেন আপনি লোকদের সামনে তা ব্যাখ্যা করেদেন – যা তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে।"[সূরা নহল : ৪৪ আয়াত]

আর উক্ত ব্যাখ্যাকৃত বিষয়ই হাদীস বা সুন্নাতে রসূল ﷺ হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু রসূলের সাথে যা সম্পৃক্ত নয় তাকে রসূলের হাদীস বলা চালানোটা – জাহান্নামী হওয়ার পথকে প্রশস্ত করে। যেমন – নবী ﷺ বলেছেন :

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"আমার পক্ষ থেকে পৌঁছাতে থাকো, একটি আয়াত হলেও। বনী ইসরাঈলের হাদীস বলতে পারো, তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে প্রস্তুত করে নেয়।"[৩]

---

[৩] . **সহীহ :** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (তাহক্বীক্ব) হা/১৯৮ (এমদাদিয়া হা/১৮৮)।

বুঝা যাচ্ছে, কেবল সহীহ হাদীস বর্ণনা করতে হবে। বনী ইসরাঈলের হাদীস বা বর্ণনা কেবল উপস্থাপনযোগ্য। কিন্তু দলিলযোগ্য কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে পরিপূরক বিষয়গুলো। বনী ইসরাঈলের বর্ণনার ন্যায় যঈফ হাদীসও উপস্থাপনযোগ্য। কিন্তু কুরআন ও সহীহ হাদীসের সমর্থন ছাড়া সেগুলো হুজ্জাত বা দলিলের মর্যাদা পায় না। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ যঈফ হাদীসকে নবী ﷺ–এর হাদীস হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও নারাজ। যেমন হাফেয সাখাভি رحمه الله বলেছেন :

"আমি আমার শায়েখ (হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله)-কে বার বার বলতে শুনেছি দুর্বল হাদীসের উপর তিনটি শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবে :

১। হাদীসটি যেন বেশী দুর্বল না হয়। অতএব, মিথ্যুক, মিথ্যার দোষে দোষী এবং অস্বাভাবিক ভুলকারীদের একক বর্ণনা গৃহীত হবে না এবং এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীসের উপর আমল করা যাবে না।

২। যে আমলটির ফযিলত এসেছে সে আমলটির মূল সাব্যস্ত হতে হবে। অতএব যে আমলটির আসলই কোনো ভিত্তি নেই, এরূপ আমলের ক্ষেত্রে (দুর্বল হাদীস দ্বারা) ফযিলত বর্ণিত হয়ে থাকলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। কম দুর্বল (যঈফে ইয়াসির) হাদীসটির উপর আমল করার সময় বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, সেটি শরিয়তে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এরূপ বিশ্বাস রাখলে, তা রসূল ﷺ–এর উদ্ধৃতিতে বলতে হবে। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, রসূল ﷺ তার উপর আমল করেছেন। [আল– ক্বওলিল বাদী ফি ফাযলিস সালাতে আলাল হাবীবিশ শাফি সূত্রে : যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ১/৪৭ পৃ:]

বুঝা যাচ্ছে, যঈফ হাদীস কম বা বেশী দুর্বল হোক না কেনো – সেটা নবী ﷺ–এর সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে ন। তা ছাড়া যঈফ হাদীস সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান সংশয়মুক্ত (لَا رَيْبَ فِيهِ)। আর আমরা পূর্বে জেনেছি – কুরআন ও তার ব্যাখ্যা তথা সুন্নাহ বা হাদীস উভয়টিই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ﷺ–কে শেখানো হয়েছে। সুতরাং কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলো সংশয়মুক্ত।

কুরআন ও সহীহ হাদীসের দ্বারাই শরিআত পরিপূর্ণ। সংশয়যুক্ত বিষয় তথা যঈফ হাদীস পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে নিশ্চিত বাধা। আর এ কারণেই তা শরিআতের মর্যাদা পায় না। তবে যখন একই বিষয় কুরআন ও সহীহ হাদীস সমর্থন করে – সে ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী কেবল তার স্মৃতিশক্তির কারণে দুর্বল হলে, তার যঈফ হাদীস সাক্ষ্যমূলক উপস্থাপন করাটা - সংশয়মুক্ত বিষয়েরই অনুসরণ।

পক্ষান্তরে যাদের অন্তর যঈফ হাদীসের প্রতি আসক্ত – তারা সহীহ বা মাক্ববুল হাদীস বর্জন করে, যঈফ হাদীসকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা–সাধনা করে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে

নিজেদের সিদ্ধান্ত – যা কুরআন বা সহীহ হাদীসের বিরোধী, সেটাকেও শরিআতি বিধান হিসেবে উপস্থাপনা ও আমল করে থাকে। এ দ্বারা তাদের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো, উম্মাতের মধ্যে ইখতিলাফ (মতপার্থক্য), ইফতিরাক্ব (বিভেদ) প্রভৃতি ফিতনাকে স্থায়ী রাখা। এছাড়া তারা সম্ভব করেছে, নিজস্ব ইমাম ও শায়েখের কথাকে আল্লাহ বিধান ও রসূলের সুন্নাতের সমমান তথা শরিআত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে। যা নবী ﷺ–এর ভাষাতে সুস্পষ্ট গোমরাহী। যেমন – নবী ﷺ ফিতনার যামানা সম্পর্কে বলেছেন :

قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ

"লোকেরা আমার সুন্নাত বর্জন করে অন্য তরীক্বা গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। তখন তুমি তাদের মধ্যে ভাল এবং মন্দ কাজ দেখতে পাবে।"[৪] অতঃপর আরও খারাপ যুগের আগমন সম্পর্কে তিনি ﷺ ঐ একই হাদীসে বলেছেন :

دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا

"জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে কিছু দা'ওয়াতদাতা দা'ওয়াত দিবে। যারা তাদের দা'ওয়াতে (আহবানে) সাড়া দিবে, তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।[৫]

অপর একটি হাদীসে উম্মাতের মধ্যে ভয়াবহ ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) ও তার সমাধানের দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন :

وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবে, অচিরেই তারা অসংখ্য ব্যাপারে মতভেদ দেখতে পাবে। কাজেই তোমাদের উচিত হবে আমার ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদার আদর্শকে মাড়ির মযবুত দাঁত দ্বারা আঁকড়ে ধরা। আর তোমরা বিদআত হতে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক বিদআত সুস্পষ্ট গোমরাহী।"[৬]

---

৪. **সহীহ** ঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (তাহক্বীক্ব) হা/৫৩৮২, (এমদাদিয়া) ১০/৫১৪৯।

৫. **সহীহ** ঃ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (তাহক্বীক্ব) হা/৫৩৮২, (এমদাদিয়া) ১০/৫১৪৯।

৬. **সহীহ**: আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (সহীহ আত-তারগিব ওয়াত তারহিব ১/৩৭ নং)। মুহাম্মাদ তামিরও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [আত-তারগিব ওয়াত তারহিব (মিশর : দার ইবনে রজব) ১/৫৮ নং।

বুঝা যাচ্ছে, নবী ﷺ–এর প্রদর্শিত সুন্নাতের পরিবর্তে অন্যান্যদের পথ ও মতের অনুসরণ প্রকারান্তরে মুসলিম উম্মাহকে মতবিরোধ, বিভেদ এবং বিদআতি ও গোমরাহীর মধ্যে দৃঢ় রাখে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ সমস্ত ফিতনা স্থায়ী রাখার মূলে যতগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে প্রধান অন্যতম কারণটি হলো, সহীহ হাদীস থাকতেও যঈফ, মুরসাল, মুনক্বাতে' প্রভৃতি হাদীসের অনুসরণ। সাথে সাথে আরও রয়েছে নিজস্ব মাযহাব, ফিরক্বা ও তরিক্বার পক্ষে মনগড়া উসূল। যার দ্বারা এ দাবী উত্থাপন করা হয় যে, আমাদের কাছে যঈফ, মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত গবেষণাগুলো নিজেদের পক্ষে উপস্থাপন করাও তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে সর্বসাধারণ নবী ﷺ–এর পূর্বোক্ত হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোক ফিতনা ও বিদআতের গোলক ধাঁধার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে।

আমরা এই অনুবাদ ও সঙ্কলিত গ্রন্থের মাধ্যমে যঈফ হাদীস সম্পর্কিত মৌলিক আলোচনা উপস্থাপন করেছি। সাথে সাথে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি, কিভাবে যঈফ হাদীসকে হুজ্জাত বা দলিল–প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার অপচেষ্টা করা হয়। সহীহ হাদীসকে বর্জনের ক্ষেত্রে কিভাবে হিলা–বাহানা করা হয়। কিভাবে নিজস্ব মত ও মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য স্ববিরোধী উসূলের প্রয়োগ করা হয়। যা মূলত বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণার সঙ্কলন। এ ছাড়া সংক্ষিপ্তভাবে ইমাম বুখারী رحمه الله ও সহীহ বুখারীর প্রতি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

সবক্ষেত্রে আমরা মূল আরবি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারিনি। পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজন সাপেক্ষে মূল উদ্ধৃতিগুলো সংযোজন করবো ইনঁশাআল্লাহ।

এটি মূলত উলূমুল বা উসূলুল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ। তাই গ্রন্থটি আলেমদের সহযোগিতায় পড়ার আহবান করছি। আমরা বিভিন্ন পরিভাষা নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারিনি। ফলে বইটি পড়ার সময় পারিভাষিক জটিলতা এড়ানোর জন্যে নিম্নোক্ত বইগুলো বা এ ধরনের বই সাথে রাখার অনুরোধ করছি :

১) হাদীসের পরিভাষা – ড. মুহাম্মাদ তাহহান, অনুবাদ : ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দিন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ২০১০)।

২) রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত – ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দিন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১৪)। – প্রভৃতি।

এ ছাড়া এই বইটির পরিপূরক আরও কিছু বই সংগ্রহ থাকাও জরুরি মনে করি। যেমন:

৩) যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ – আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله (ঢাকা : তাওহিদ প্রকাশনী)।

Contents



৪) তাহক্বীক্ব জুয আল–ক্বিরাআত – মূল : ইমাম বুখারী رحمه الله, তাহক্বীক্ব : যুবায়ের আলী ঝাই رحمه الله (ঢাকা : তাওহিদ প্রকাশনী)।

৫) জুযউ রফউল ইয়াদাঈন ফিস সালাত – মূল : ইমাম বুখারী رحمه الله, তাহক্বীক্ব : যুবায়ের আলী ঝাই رحمه الله (ঢাকা : তাওহিদ প্রকাশনী)।

৬) সালাতে হাত বাঁধার হুকুম ও স্থান – মূল : শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই رحمه الله, অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক্ব ও আহমাদুল্লাহ বিন আব্দুত তাওয়াব (রাজশাহী : নিবরাস প্রকাশনী)।

৭) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা – অনুবাদ ও সঙ্কলন : কামাল আহমাদ (ঢাকা : আতিফা পাবলিকেশন্স)।

৮) মাযহাব ও তাক্বলিদ – মাসউদ আহমাদ (ঢাকা : সালাফি পাবলিকেশন্স)।

৯) নিসফে (মধ্য/১৫) শা‘বানের হাদীসের মান বিশ্লেষণ (শায়েখ আলবানীর তাহক্বীক্বের পুনঃতাহক্বীক্ব) – অনুবাদ ও সঙ্কলন : কামাল আহমাদ।

১০) সিজদা থেকে (বসার পর) কিভাবে উঠতে হবে? হাতের তালু, না মুষ্ঠির উপর ভর দিবে? – মূল : মুহাম্মাদ আল–খাসখিলি, অনুবাদ : কামাল আহমাদ।

এই বইগুলো পড়ার মাধ্যমে আমাদের আলোচ্য বইটির দাবী পাঠকের কাজে সহজ হওয়ার সাথে সাথে সার্থকভাবে আয়ত্ত করাও সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা যেসব লেখকের গবেষণা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি তাদের বই বা গবেষণামূলক পত্রিকার সূত্রগুলোও উল্লেখ করেছি। অনুবাদ ও বানানোর ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কোনো গবেষক ও পাঠকের কাছে সেগুলো চোখে পড়লে আমাদেরকে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে সেটা সংশোধন করবো ইনশাআল্লাহ।

মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে সংশয়হীন সহীহ দলিল প্রমাণের অনুসরণ করার তাওফিক্ব দিন, আমিন!!

নিবেদক
**কামাল আহমাদ**
পুরাতন কসবা, কাজীপাড়া, যশোর–৭৪০০।
ই–মেইল : kahmed_islam05@yahoo.com